ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৪৭ ● কলকাতা ● ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ● রবিবার ● ০১ জুন ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

নেতাজি ভবন মেট্রোর সামনে থেকে অপহরণ! উদ্ধার যাদবপুরে,

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনের সামনে থেকে অপহৃত হন এক ব্যক্তি। পাঁচ লাখ মুক্তিপণ দাবি করে অপহরণকারীরা। পরিবারের লিখিত অভিযোগ পেয়ে শনিবার রাজা এসসি মল্লিক রোডের ধারে যাদবপুরের এক আবাসনের ১২ তলা থেকে ব্যক্তিকে উদ্ধার করল পুলিশ। পাঁচজনকে

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

শনিবার রাতে কলকাতায় পা রাখছেন অমিত শাহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা:-রবিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর মেগা সভা নেতাজি ইন্ডোরে। ২০২৬ এর ভোটকে সামনে রেখে ভোট যুদ্ধে নেমে পড়েছে তৃণমূল ও বিজেপি। প্রধানমন্ত্রীর পরে এবার রাজ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, শনিবার রাতে কলকাতায় আসবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। রাতে হোটেলে বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের এক প্রস্ত বৈঠক করে নিতে পারেন তিনি। রবিবার রাজারহাটে সিএফএসএলের সরকারি কর্মসূচি রয়েছে তাঁরা। জানা গিয়েছে, সকালে ওই সরকারি কর্মসূচি সেরে বাইপাসের ধারে হোটেলে ফিরে আসবেন শাহ। হোটেলে মধ্যাহ্নভোজ সেরে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পৌঁছবেন। সেখানে বিজেপি নেতা-কর্মীদের নিয়ে সম্মেলন রয়েছেন। সেই সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন তিনি। সম্মেলনে থাকবেন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। থাকবেন জেলা সভাপতি, মণ্ডল সভাপতিরা। রাজ্যে ১৩০০ মণ্ডল রয়েছে পদ্ম শিবিরের। ইতিমধ্যে কয়েকটি ছাড়া সব জায়গায় নতুন মণ্ডল কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। তার মধ্যে অর্ধেকের বেশি মণ্ডলে সভাপতির পদে এসেছেন নতুনরা। আবার

এরপর ৩ পাতায়

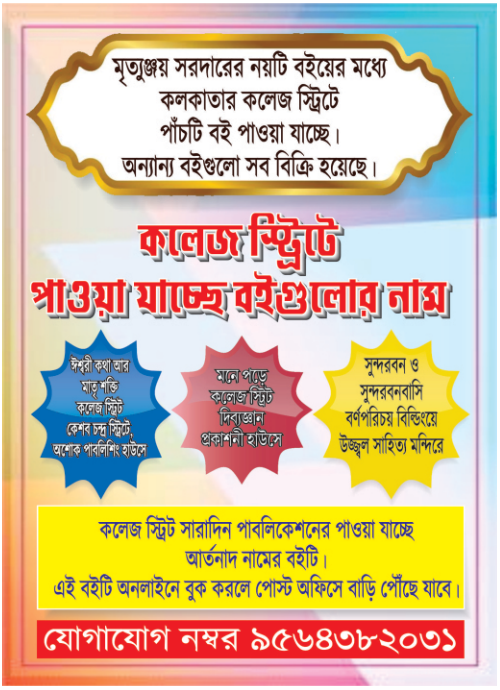

হিমালয়ের ঋষি মুনিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত সমর্পণ ধ্যান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আজ এই আলোচনায় ধ্যান বিষয়ে কিছু তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস করা হচ্ছে। এত দিন আমরা জানতাম মুনি ঋষিরা ধ্যান করেন। কিন্তু আজকাল ডাক্তার বাবুরাও ধ্যান করতে বলছেন সুস্থ জীবন পাবার জন্য। অর্থাৎ যেটা আমরা এতদিন মনে করতাম কেবলমাত্র ধার্মিক বা আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড সেটা আজ সুস্থ জীবন লাভের উপায় হিসেবে দেখা হচ্ছে। তাহলে এ-দুটো কি একই না আলাদা আলাদা! প্রশ্ন মনে জাগাটা স্বাভাবিক।

এই আলোচনার মাধ্যমে আপনাদের কিছু প্রশ্নের সমাধান হলে, আপনারা জীবনে শান্তি অনুভব করলে, জীবনকে ইতিবাচক ভাবে দেখতে পারলে, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যকে বুঝতে পারলে, আরও সুস্থ নীরোগ আনন্দময় জীবনের পথে হাঁটতে পারলে, এই প্রয়াস সফল হবে।আমাদের এই আলোচনা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে।

ধ্যান হলো নিজেকে অনুভব করা। এই অনুভব কিন্তু কথায় পুরোপুরি প্রকাশ করা যায় না। শুধুমাত্র ইঙ্গিত করা যায়। বাক্যের সাহায্যে একে যতই প্রকাশ করার চেষ্টা করা হোক তা অপূর্ণই থেকে যায়, যদি না নিয়মিত অভ্যাস করে এই অনুভবের রসাস্বাদন করা হয়।

ধীর,স্থির,শান্ত,নীরোগ ও নির্ভীক জীবন পাওয়ার অতি প্রাচীন পদ্ধতি হল ধ্যান। এর প্রাচীনত্ব নিয়ে একটু অনুসন্ধান করা যাক ---যোগ বশিষ্ঠ বলছে , ধ্যান হলো ব্যক্তি সত্তা ও তার অন্তিম অস্তিত্বের মধ্যে সেতুবন্ধন।

'মন হলো বাজনা, আর ধ্যান হলো সংগীত', 'ধ্যানে অস্তিত্ব তার সত্য প্রকৃতি কে অনুভব করে'। ' ধ্যান হলো মুক্তির দ্বার(গীতা)'। এরকম আরও অনেক আলোচনা উল্লেখ করা যায় । কিন্তু এই উল্লেখ ধ্যানের গুরুত্ব বোঝানোর একটা চেষ্টা মাত্র।

আপনারা বলতে পারেন এত মহাত্মারা যখন বলে গেছেন তাহলে লোকে ধ্যান করছে না কেন? ঠিকই বলেছেন। আমরা যখন কোন সমস্যায় পড়ি, মন বিচলিত হয়, মনে হয় আমার দ্বারা কিছুতেই এর সমাধান হবার নয়। তখন প্রথমে আমাদের বিশ্বাস মত কোন শক্তির কাছে প্রার্থনা করি, নিজেকে সমর্পনও করে দিই। আমরা জেনে এসেছি এই শক্তি বাইরে রয়েছে,এই শক্তিকে আমাদের বাইরে খুঁজতে হবে। তাই মন্দিরে যাই, মসজিদে যাই, গীর্জায় যাই, তীর্থে যাই।

তখন যদি এমন কোনো মহান ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় যিনি এই শক্তিকে নিজের জীবনে অনুভব করেছেন, আর সামনে এসে বলেন তুমি যাঁকে খুঁজছ তিনি তোমার ভিতরেই আছেন। তখন আমরা চমকে উঠি, কারণ তাঁর এই বলার মধ্যে তাঁর জীবনের সত্য অনুভবের দ্যুতি এমন ভাবে প্রকাশিত হয় যে আমরা নিজের ভিতরে নিজেরই অজান্তেই চোখ ফেরাই। আমাদের ধ্যানের প্রারম্ভ হয়।

কিন্তু তেমন মানুষকে চিনব কেমন করে?একেবারে বাস্তব কথা। যেমন ধরুন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেই যুগে মানুষ ঈশ্বর মানলে মহাভারতের যুদ্ধই হতো না নিশ্চয়। ভগবান শ্রী চৈতন্যের তিরোধান আজও রহস্য রয়ে গেছে। অল্প মানুষই তাঁকে মানতেন। ভগবান যীশুকে দেখুন, ক্রুশবিদ্ধ হতে হল। সাঁইবাবাও কম নির্যাতনের শিকার হননি । শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে তো পাগল ঠাকুর বলে সবাই দূরে ঠেলে দিয়েছিল। এ কথার অর্থ হল ভগবান বা সদগুরু বলে আজ যারা পূজিত তাঁরা তাঁদের কালে সাধারণ বলেই গণ্য হতেন। অর্থাৎ যুগে যুগে সদগুরুরা আসছেন মানব সমাজকে উদ্ধার করতে, ধ্যান সাধনার রাস্তা দেখাতে, মানুষকে অন্তর্মুখী হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগাতে, কিন্তু মানুষ বহির্মুখীই থেকে যাচ্ছে আর ধ্যান সাধনার থেকে বেশি অন্যান্য জাঁকজমক পূর্ণ কর্মকাণ্ডে সময় ব্যয় করছে । কিন্তু অন্তর্মুখী না হলে তো সত্য লাভ সম্ভব নয়।

জীবন্ত আধ্যাত্মিক পুরুষকে তাঁর সময় কালে চিনতে (অনুভব করতে) পারলে, তাঁর সান্নিধ্যে সাধনার অনুভূতি লাভ করলে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। যাঁদেরকে আমরা ঈশ্বর বলে মানি এমনকি তাঁদেরকেও সাধনা করতে গুরু সান্নিধ্যে যেতে হয়েছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণই হোন বা শ্রী রামকৃষ্ণ , সাঁই বাবাই হোন বা মীরাবাঈ, শ্রীরামচন্দ্রই হোন বা আদিগুরু শ্রী শংকরাচার্য, সবাইকেই গুরু সান্নিধ্যে সাধনা করতে হয়েছে। তাই পরমাত্মা এ যুগে তার যে মাধ্যমকেই পাঠান না কেন তাঁকে আগে চিনে, বুঝে, জেনে নিতে হবে তারপর তার সান্নিধ্য লাভের প্রশ্ন উঠছে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের প্রগতি এতটাই হয়েছে যে যেকোন মানুষের আধ্যাত্মিক গভীরতাকে পরিমাপ করা সম্ভব তার আভা মন্ডলকে দেখে। এই আভা মন্ডল বা অরা (aura) কির্লিয়েন ফটোগ্রাফির মাধ্যমে দেখা যায়। ক্রমশঃ

বাসন্তীতে হাড়-হীম করা ঘটনা!

বৌদির কাটা মুন্ডু নিয়ে, অস্ত্র হাতে রাস্তায় হাঁটছে দেওর

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী

বৌদির কাটা মুন্ডু নিয়ে অস্ত্র হাতে রাস্তায় হাঁটছে দেওর । শনিবার সাত সকালে এই হাড়হীম করা ঘটনাটি ঘটে বাসন্তী থানার অন্তর্গত ভরতগড় গ্রাম-পঞ্চায়েত এলাকার ৬নং ভরতগড় গ্রামে। মৃত মহিলার নাম সখী মন্ডল (৫৮)! আর সাত - সকালে এমন ভয়ংকর দৃশ্য দেখে পথ চলতি সাধারণ মানুষ ও গ্রামের বাসিন্দারা ভয়ে ছোটাছুটি করতে শুরু করে কেউ কেউ আবার সাহস করে সেই দৃশ্য ক্যামেরা বন্দীও করেন! এরই মধ্যেই সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই বাসন্তী থানার পুলিশ বাহিনী গিয়ে ঐ ব্যক্তি কে অস্ত্র এবং কাটা মুন্ডু হাতে গ্রেফতার করে বাসন্তী থানায় নিয়ে আসে।

স্থানীয় সূত্রে জানাগিয়েছে, গত মাস চারেক আগে সখী মন্ডলের স্বামী গীরেন মন্ডল মারা যাওয়ার পর থেকে দেওর বিমল মন্ডলের সাথে প্রায়ই অশান্তি হচ্ছিলো কয়েকবার গ্রামের বাসিন্দারাও এই সমস্যা মেটাতে দুই পক্ষ কে নিয়ে বসে সমস্যা মেটানোর চেষ্টাও করেছিল কিন্তু তাতেও বরফ গলেনি রোজ কিছু না কিছু ছোট খাটো ঘটনা নিয়ে বচসা হতো বৌদি সখী মন্ডল ও দেওর বিমল মন্ডলের! এদিনও কিন্তু সকালে আম কুড়ানো কে কেন্দ্র

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

শনিবার রাতে কলকাতায় পা রাখছেন অমিত শাহ

৪৩টি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে ৩৯টি সাংগঠনিক জেলায় সভাপতির নাম ঘোষণা হয়েছে। তার মধ্যে ২৮ জন নতুন সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন। সংগঠনের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত থাকলেও পদাধিকারী হিসাবে নতুন রয়েছেন অনেকেই। সেই নতুনদের পথ দেখাবেন বুথ স্তর থেকে শীর্ষ স্তর পর্যন্ত সংগঠনের দায়িত্ব সামলানো অমিত শাহ। অনেকে বলছেন, শাহের নেতাজি ইন্ডোরের সম্মেলন নতুনদের জন্য একটা কর্মশালা। তবে শুধু নতুনরা নন। শাহের সফর দলের সব স্তরের নেতা-কর্মীদের উজ্জীবিত করবে বলেই মত শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদারদের। কারণ, আগামী কয়েক মাস কোন পথে চলতে হবে, কী কী করতে হবে, কোন কৌশলে ভোট যুদ্ধে কিস্তিমাত করা যাবে, তার রূপরেখা অমিত শাহ স্থির করে দেবেন বলেই আশা তাঁদের।

(১ম পাতার পর)

নেতাজি ভবন মেট্রোর সামনে থেকে অপহরণ! উদ্ধার যাদবপুরে

গ্রেপ্তার করা হয়েছে।তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক তথ্য পান তদন্তকারীরা। সেই মতো রাজা এসসি মল্লিক রোডের ধারের এক আবাসনে অভিযান চালায় পুলিশ। সেই আবাসনের ১২ তলার একটি ঘর থেকে অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে পুলিশ। বাড়ি থেকে সজল বোস, সুদীপ মজুমদার, সুমন বোস, সমীরকুমার দেব, সন্দীপ ওরফে চিমা দাস নামে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। তাদের আদালতে পেশ করা হবে। কী কারণে অপহরণ, পিছনে কোনও শত্রুতা ছিল কি না, সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ।দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপির বাসিন্দা তিমিরকান্তি মজুমদারকে চলতি মাসের ২৮ তারিখ একদল দুষ্কৃতী অপহরণ করে বলে ভবানীপুর থানায় (Bhawanipur Police) অভিযোগ জানান তাঁর স্ত্রী তাপসী মজুমদার। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে একটি বিশেষ দল গঠন করে পুলিশ। এক মহিলা পুলিশকর্মীকেও দলে রাখা হয়।

তদন্তে নেমে প্রথমে বেশ বেগ পেতে হয় পুলিশকে। অপহৃত ব্যক্তির পরিবার কোনও সহেন্দজনক ব্যক্তির নাম বলতে পারেনি। তবে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময় পুলিশ জানতে পারে, তাপসী অচেনা নম্বরে ইউপিআইয়ের মাধ্যমে ১০ হাজার টাকা পাঠিয়েছেন। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে সেই নম্বর ট্রাক করে। সাহায্য নেওয়া হয় সাইবার পুলিশের। জানা যায় মোবাইলটি যাদবপুর এলাকায় রয়েছে। পুলিশের বিশেষ দল যাদবপুর থানার সুকান্ত সেতু এলাকা থেকে একজনকে আটক করে।

সহকারীকে দিয়ে 'নগদ' থেকে ১৫০ কোটি হাতিয়ে নিলেন ইউনূসের প্রাক্তন উপদেষ্টা নাহিদ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ঢাকা: পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের মদতপুষ্ঠ মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের তদারকি সরকারের লক্ষ্য যে দেশে লুটপাট চালানো, ক্রমশই তা প্রকাশ পাচ্ছে। ইউনূসের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সচিবকে ব্যবহার করে ৩০০ কোটি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল।বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের অভিযোগের ভিত্তিতে গত ১৮ মে রাতে বেইলি রোডের বাড়ি থেকে নগদের ডেপুটি সিইও মুয়ীজ নাসনিম ত্বকিকে আটক করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা

পুলিশ। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে পরদিন বিকালে নাহিদের নির্দেশে ও আতিক মোর্শেদের সরাসরি হস্তক্ষেপে গোয়েন্দা পুলিশ তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। গোয়েন্দা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, জেরায় মুয়ীজ নাসনিম ত্বকি জানিয়েছেন, 'সংস্থায় গগত ৮ মাসে যে বিশাল দুর্নীতি ঘটেছে এবং কয়েকশো কোটি টাকা পাচার করা হয়েছে তার পিছনে জড়িত ছিলেন নাহিদ ইসলাম ও আতিক মোর্শেদ। ডাক উপদদেষ্টার পদদ থেকে নাহিদ সরে যাওয়ার পরে আপাতত ইউনূসের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যেবের সহকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন আতিক। এখনও নগদ থেকে প্রচুর টাকা পাচার চলছে। নাহিদের মতোই সীমাহীন লুটপাট চালাচ্ছেন তৈয়্যব।'আর এবার তদারকি সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা তথা পাকিস্তানি চর

এরপর ৬ পাতায়

বিছানায় চাপ চাপ রক্ত, ঘরে পড়ে লোহার রড, চাপড়ায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী খুনে সূত্র খুঁজছে পুলিশ

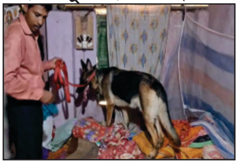

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

চাপড়ায় আইসিডিএস কর্মী খুনে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এল। মঞ্জুলা দাস নামে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে ঘুমন্ত অবস্থায় মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে মনে করছে পুলিশ। ঘরের ভেতরেই খুন করা হয় তাঁকে। ঘর থেকে উদ্ধার হয় তাঁর রক্তাক্ত অর্ধনগ্ন দেহ।গতকাল ওই মহিলার দেহ উদ্ধারের পর তাঁর স্বামীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। এই খুনের ঘটনায় তাঁর কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ওই মহিলাকে কে বা কারা কেন খুন করল, সেই সূত্রে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পুলিশ।ঘটনার তদন্তে শনিবার আনা হয় পুলিশ কুকুর। বাড়ির সামনে রাস্তার আশপাশে দোকানে লাগানো সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘরে মিলেছে খুনে ব্যবহার করা লোহার রড। সেই সঙ্গে মদের বোতলও উদ্ধার করেছে পুলিশ। বিছানায় মিলেছে চাপ চাপ রক্ত। ঘরের ভেতর মেঝেতেও রক্তের নমুনা রয়েছে। সবকিছুর ভিডিয়োগ্রাফি করা হয়েছে। এদিন সকালে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেন তদন্তকারী দল। তদন্তের স্বার্থে বাড়িটি সিল করা হয়েছে।

বছর পঞ্চান্নর মৃত মহিলার বাড়ি দৈয়ের বাজার এলাকায়। জানা গিয়েছে, ঘটনার রাতে বাড়িতে একাই ছিলেন মঞ্জুলা দাস। তাঁর স্বামী স্থানীয় পেট্রল পাম্পে কাজ করেন। ওইদিন তাঁর রাতের ডিউটি ছিল। সকালে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মহিলাকে দেখতে না পেয়ে সহকর্মীরা খুঁজতে গিয়েছিলেন। তখনই বিষয়টি সামনে আসে।

সম্পাদকীয়

সংকটে পড়লে সংবিধানই দেশকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাখে

যখনই দেশ কোনও সংকটের মুখে পড়েছে, তখন সংবিধানই ভারতকে ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী করে রেখেছে। শনিবার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। পাশাপাশি, তিনি জানান, স্বাধীনতার পর থেকে সংবিধানই দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।প্রসঙ্গত, আগামী ছ'মাসের জন্য দেশের প্রধান বিচারপতির পদ সামলাবেন গাভাই। চলতি বছরে নভেম্বর মাসে অবসর নেবেন তিনি। বিচারপতি বালাকৃষ্ণনের পরে দেশের দ্বিতীয় দলিত প্রধান বিচারপতি হলেন গাভাই। এর আগে শীর্ষ আদালতে বিচারপতি থাকাকালীন নোটবন্দি থেকে শুরু করে ইলেক্টোরাল বন্ডের মতো অন্তত ৩০০টি মামলার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন তিনি।এদিন এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন গাভাই। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "যখন সংবিধান তৈরি হয়েছিল এবং তার চূড়ান্ত খসড়া গণপরিষদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তখন এক শ্রেণির লোক বলতেন, সংবিধানটি খুব বেশি যুক্তরাষ্ট্রীয়, আবার কেউ কেউ বলতেন, এটি খুব বেশি কেন্দ্রীভূত।" তাঁর সংযোজন, "বাবা সাহেব আম্বেদকর জানিয়েছিলেন, সংবিধান সম্পূর্ণরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীভূত কোনওটিই নয়। আমি মনে করি আমরা এমন একটা সংবিধান পেয়েছি, যা সংকটের সময় ভারতকে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ করে রাখে।"

গাভাই বলেন, "আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির কী অবস্থা! এদিকে স্বাধীনতার পর ভারত কেবল উন্নয়নের পথেই এগিয়ে গিয়েছে। এর কৃতিত্ব সংবিধানকেই দেওয়া উচিত। দেশের সর্বশেষ নাগরিকের কাছে ন্যায়বিচার পৌঁছনো আমাদের মৌলিক কর্তব্য। বিচার বিভাগকে তা করতেই হবে।"

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চুয়াল্লিশতম পর্ব)

করেন। কিন্তু প্রশ্ন তোলেন মহর্ষি ভৃগু। মানবশরীরের ক্ষুধা নিবারণ কীভাবে ঘটে, সেই খোঁজে তিনি বেরিয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত উত্তরটি পান সমুদ্রদেববরুণের কাছে। মহর্ষি ভৃগু তার পরেই উপলব্ধি করেন যে মগজের বা মননের পুষ্টিলাভ যেমন হয় দেবী সরস্বতীর আরাধনায় তেমনই নশ্বর শরীরের পুষ্টির জন্য মা লক্ষ্মীর আবাহন ও পূজা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মা লক্ষ্মীকে শুধুমাত্র ধনদেবী হিসেবে দেখলে তাঁর মহিমার সম্পূর্ণটা দেখা হয় না। তাঁর আশীর্বাদ মানুষের ক্ষুধা নিবারণের জন্য, গৃহস্থের সার্বিক কল্যাণের জন্য। আর এই দুয়ের জন্যই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

বৌদির কাটা মুন্ডু নিয়ে, অস্ত্র হাতে রাস্তায় হাঁটছে দেওর

করে শুরু হয় গন্ডগোল। তার পরে বৌদি সখী মন্ডল মাঠে গরু বাধঁতে গেলে সেখানেই হাতে ধারালো অস্ত্র নিয়ে হাজির হয় দেওর! সেখানেই আচমকায় সখী মন্ডলের উপরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে শুরু করে শেষে দেহ থেকে মুন্ডু টি কেটে নিয়ে সে রাস্তা দিয়ে বাসন্তী থানার দিকে হাঁটতে শুরু করে। তার পর পুলিশ আসতেই কাটা মুন্ডু নিয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পন করেন বিমল। পরক্ষণে ঘটনাস্থল থেকে বধুর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এমন ঘটনায় সমগ্র ক্যানিং মহকুমা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে হাজীর হয় ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারী রাম কুমার মন্ডল, বাসন্তী থানার আইসি অভিজিত পাল সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী।মৃতদেহ ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনা প্রসঙ্গে মৃত বধুর ছেলে সৌম্যদীপ মন্ডল জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন যাবত সম্পত্তি নিয়ে কাকা বিমল মন্ডল অশান্তি করছিল। উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত সম্পত্তি দখল করার। মা প্রতিবাদ করেছিলেন। এদিন মা আম পাড়তে গিয়েছিল।কাকা বচসা বাধায়। পরে নৃশংস ভাবে খুন করে। নৃশংস ভাবে মা কে যেমন খুন করেছে তাতে করে কাকার যেন ফাঁসি হয়'।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তারাই এই মন্দির সংস্কার এবং পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব নিতেন। রুদ্র সিংহ রাজত্বকালে ১৬৯৬ থেকে ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে বৃদ্ধবয়সে গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মণিপুরে রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝে বিজেপি বিধায়কদের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ: সরকার গঠনের পথে আশার আলো

বেবি চক্রবর্তী :দিল্লি

মণিপুরে দীর্ঘমেয়াদী সংঘর্ষ ও রাষ্ট্রপতির শাসনের মধ্যে, রাজ্যের ২৩ জন বিজেপি বিধায়ক এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়ে শুক্রবার একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছেন। তারা জানিয়েছেন, "ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা দূরে সরিয়ে রেখে" রাজ্যে একটি জনপ্রিয় সরকার গঠনের লক্ষ্যে তারা একসঙ্গে কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, রাজ্যটিতে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি রয়েছে এবং বিধানসভা 'সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশন'-এ রয়েছে। এই অবস্থায় রাজনীতিকদের এমন ঐক্যবদ্ধ অবস্থান রাজ্যের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

৬০ সদস্য বিশিষ্ট মণিপুর বিধানসভায় বিজেপির মোট ৩৭ জন বিধায়ক রয়েছেন, যার মধ্যে ৭ জন কুকি-জো সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তারা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। বৈঠকে উপস্থিতদের মধ্যে যেমন ছিলেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং-এর বিরোধিতা করা বিধায়করা, তেমনই ছিলেন তাঁর অনুগামীরা। তবে বীরেন সিং এবং স্পিকার থোকচোম সত্যব্রত সিং এই বিবৃতির স্বাক্ষরকারী নন। যদিও সত্যব্রত সিং অতীতে বীরেন সিংয়ের অন্যতম কট্টর সমালোচক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

এই বৈঠকটি এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হলো, যখন এর ঠিক দু'দিন আগে, ২৮ মে তারিখে এনডিএ-র ১০ জন বিধায়ক মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় ভল্লার সঙ্গে ইমফলের রাজভবনে সাক্ষাৎ করে দাবি করেন, জনপ্রিয় সরকার গঠনের জন্য তাঁদের কাছে ৪৪ জন বিধায়কের সমর্থন রয়েছে। বৈঠক-পরবর্তী বিবৃতিতে বলা হয়, "জনগণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আমরা রাজনৈতিক অভিন্নতায় পৌঁছানোর পথে আলোচনা করেছি। আমরা রাজ্যের, মানুষের এবং বিজেপি ও এর জোটসঙ্গীদের বৃহত্তর স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "এই সংকটের স্থায়ী সমাধান সম্ভব এবং জরুরি—এই বিশ্বাসে আমরা ঐক্যবদ্ধ। মণিপুরের সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সংলাপ চালানোর পদ্ধতি আমরা গভীরভাবে বিবেচনা করেছি। মেইতেই এবং কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা ও সহমত গঠনের লক্ষ্যে একটি নিরপেক্ষ সংলাপ-প্ল্যাটফর্ম গঠনের প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি।"

বৈঠকে রাজ্যপাল অথবা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে একটি "নিরপেক্ষ শান্তিদূত বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি প্যানেল" নিয়োগের প্রস্তাবও উত্থাপিত হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্যোগই নয়, বরং "ভূমি ও পাহাড়—উভয় ক্ষেত্রেই লুট হওয়া অস্ত্রের পুনরুদ্ধার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আন্তঃসম্প্রদায়িক যোগাযোগ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।"

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ৩ মে থেকে মণিপুরে মেইতেই ও কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়, যার ফলে এখন পর্যন্ত ২৫০-রও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং কয়েক হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

এই প্রেক্ষাপটে বিজেপি বিধায়কদের এই উদ্যোগ রাজ্যে শান্তি ও গণতান্ত্রিক স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার পথে একটি আশার আলো হিসেবে দেখা হচ্ছে। এখন দেখার বিষয়, এই ঐকমত্য আদৌ জনপ্রিয় সরকার গঠনের মাধ্যমে কার্যকর পদক্ষেপে রূপ নেয় কি না।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

মুক্তিযুদ্ধ চেতনার মূল উৎস', পাকিস্তানি চর ইউনূসকে হুঁশিয়ারি বাংলাদেশের সেনাপ্রধান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ঢাকা: রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে দিতে আসরে নেমেছে পাকিস্তানি চর মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস ও তার স্যাঙাতরা। স্বাধীন বাংলাদেশে স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। এমনকি স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে তৈরি হওয়া সংবিধানও বাতিল করে নতুন সংবিধান প্রণয়ণের পরিকল্পনা নিয়েছে। ১৯৮৮ সাল থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে গিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বহু আধিকারিক ও সদস্য যে আত্মবলিদান দিয়েছেন তার উল্লেখ করে সেনাপ্রধান বলেন, 'বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের ১৬৮ জন বীর সৈনিক ও পুলিশ সদস্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন।

তাদের এই আত্মত্যাগ জাতি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখবে। বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৪৮৮০ জন, নৌবাহিনীর ৩৪৩ জন, বিমান বাহিনীর ৩৯৬ জন এবং পুলিশ বাহিনীর ১৯৯ জনসহ মোট ৫৫১৮ জন শান্তিরক্ষী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নয়টি শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত রয়েছেন। শান্তির জন্য লড়াই চালিয়ে যাব আমরা।'মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ'র চর তথা মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার বাহিনীর সদস্য আলী রিয়াজকে ওই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের জায়গায় গত বছরের জুলাই অভ্যুত্থানকে বসানোর বড় ধরনের ষড়যন্ত্র চলছে। আর সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আর বাহাত্তরের সংবিধানের জয়গান গাইলেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামান। পাকিস্তানি চর ইউনূস ও তার স্যাঙাতদের স্পষ্ট বার্তা দিলেন, 'মুক্তিযুদ্ধই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চেতনার মূল উৎস।' রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, 'মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আওয়াজ তুলে পরোক্ষে পাকিস্তান বান্ধব ইউনূস ও তার চ্যালাচামুণ্ডাদের সতর্ক করে দিলেন সেনাপ্রধান।

রাষ্ট্রপুঞ্জ শান্তিরক্ষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জেনারেল ওয়াকার বলেন, 'বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর চেতনার মূল উৎস হল সংবিধানের নির্দেশনা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতির অসীম আত্মত্যাগ থেকে পাওয়া শিক্ষা। এই চেতনায় বাংলাদেশ বিশ্ব শান্তি রক্ষায় দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশ বৈশ্বিক শান্তির প্রতি তার সুদৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছে, যা প্রতিনিয়ত রাষ্ট্রপুঞ্জের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা ভবিষ্যতেও বৈশ্বিক শান্তির পক্ষে অবিচলভাবে অটল থাকব।'

অনুব্রত গেলেন না থানায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বীরভূম:- বীরভূমের 'বাঘ' বলে কথা! তাকে থানায় ডাকলেই থানায় যেতে হবে! তিনি যাবেন না থানায়। আইসিকে হুমকি দেওয়ার ঘটনায়, থানায় তলব করলেও এলেন না বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। অনুব্রত মণ্ডল নিজে না এলেও তাঁর জায়গায় এলেন চার আইনজীবী। আইনজীবীদের মধ্যে বিপদতারণ ভট্টাচার্য, সন্দীপ সরকার ছাড়াও আরও দুই আইনজীবী রয়েছেন। বোলপুরে এসডিপিও অফিসে যান তাঁরা। সূত্রের খবর অনুব্রত মণ্ডল আইনজীবী পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং তার শরীর অসুস্থ রয়েছে। সেই কারণেই তিনি হাজিরা দিতে পারছেন না, বদলে তিনি সোমবার হাজিরা দেবেন এমনটাই খবর। সূত্রের তরফে আরও একটি সম্ভাবনা রয়েছে, সোমবার অনুব্রত মণ্ডল জামিনের আবেদন করতে পারেন এবং সেই জামিন হওয়ার পরই তিনি হাজিরা দেবেন এমনটাই অনুব্রত মণ্ডল সূত্র মারফত খবর।

আইসিকে হুমকি দেওয়ার ঘটনায় আগেই দল অনুব্রতকে নিঃশর্তে ক্ষমা চাইতে বলেছিল দল। সেই মতো চিঠি লিখে ক্ষমাও চান অনুব্রত মণ্ডল। তবে পুলিশ তাঁকে হাজিরা দিতে বলেছিল, নিজে না এলেও আইনজীবী পাঠালেন অনুব্রত। এদিকে অনেকেই মানে করেছিলেন, অনুব্রতকে আজ গ্রেফতার করা হতে পারে। অনুব্রতর মনেও সেই ভয় যে কিছুটা ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

(৩ পাতার পর)

সহকারীকে দিয়ে 'নগদ' থেকে ১৫০ কোটি হাতিয়ে নিলেন ইউনূসের প্রাক্তন উপদেষ্টা নাহিদ

নাহিদ ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সহকারী আতিক মোর্শেদকে শিখণ্ডি হিসাবে দাঁড় করিয়ে 'নগদ' থেকে দেড়শো কোটি টাকা আত্মসাতের প্রমাণ প্রকাশ্যে এসেছে। দেশের সাধারণ মানুষের জমা করা টাকা হাতানো নিয়ে অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি ভুঁইফোড় রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য আহ্বায়ক। তবে বিষয়টি নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের গভর্নর আহসান মনসুরও 'নগদ' থেকে অর্থ লুটের ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

গত ৫ অগস্ট রাজনৈতিক পালাবদলের পরেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন বেসরকারি মোবাইল ব্যাঙ্কিং সংস্থা 'নগদ' এর সিইও তানভির এ মিশুক। এর পরেই বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের তরফে সংস্থাটিকে বাঁচানোর চেষ্টা চালানো হয়। ডাক বিভাগের অধীনে নিয়ে আসা হয়। আর সংস্থাটির উপরে কুদৃষ্টি পড়ে ডাক বিভাগের প্রাক্তন উপদেষ্টা তথা পাকিস্তানি চর নাহিদ ইসলামের। নিজের ব্যক্তিগত সহকারী আতিক মোর্শেদকে দিয়ে সংস্থায় সীমাহীন লুটপাট চালান তিনি। প্রতিষ্ঠানটির ডেপুটি সিইও মুয়ীজ নাসনিম ত্বকির সঙ্গে যোগসাজশ করে 'নগদ' দখল করেন আতিক। ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে স্ত্রী জাকিয়া সুলতানা জুঁইকে নগদের ম্যানেজার কমপ্লায়েন্স পদে বসান। পাশাপাশি নিকট আত্মীয়দের সংস্থার বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেন। স্ত্রী ও আত্মীয়দের দিয়ে মিথ্যা ভাউচার ও বিল করিয়ে দেড়শো কোটি হাতিয়ে নেন।

সিনেমার খবর

রাজকীয় সাজে কান উৎসবে ঐশ্বরিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কান চলচ্চিত্র উৎসবের লাল গালিচায় এবারও নজর কাড়লেন বলিউড তারকা ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। ২০০২ সাল থেকে এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিয়মিত উপস্থিতি থাকলেও এবারের সাজ ছিল একেবারে ব্যতিক্রমী। ২৩ বছর পর তিনি আবারও ফিরলেন বেনারসি শাড়িতে, তাও রাজকীয় গয়নায় মোড়ানো এক অপূর্ব লুকে।

ঐশ্বরিয়ার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা এই শাড়িটি তৈরি করেছেন খ্যাতনামা পোশাকশিল্পী মণীশ মলহোত্রা। অভিনেত্রী পরেছিলেন হাতে বোনা 'কড়ওয়া' বেনারসি শাড়ি, যা বেনারসির সবচেয়ে জটিল বুনন পদ্ধতিতে তৈরি। এই শাড়ির জরি বোনা হয়েছে রূপা এবং রোজ গোল্ডের সুতায়, যার উপর সূক্ষ্ম জারদৌসি কারুকাজ। পোশাকে নাটকীয়তা আনতে সঙ্গে ছিল দুধ-সাদা স্বচ্ছ টিস্যু ওড়না।

শুধু শাড়ি নয়, ঐশ্বরিয়ার গলায় থাকা ৫০০ ক্যারেটের মোজাম্বিক চুনির মালা ছিল আলাদা আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এই ধরনের চুনি বাজারে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং প্রতিটি ক্যারেটের দাম পড়ে ২০,০০০ থেকে ১ লক্ষ টাকার মতো। ফলে শুধু এই চুনির হারগুলোর মূল্যই দাঁড়ায় কয়েক কোটি টাকায়। সঙ্গে ছিল বড় হিরের গয়না ও হাতে চুনির আংটি।

চুনির গয়নার পাশাপাশি তাঁর পোশাকে ব্যবহৃত সোনাও ছিল ১৮ ক্যারেটের। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী ১৮ ক্যারেট সোনার (প্রতি ১০ গ্রাম) দাম প্রায় ৭১,০০০ রুপি। ঐশ্বরিয়া গয়নাগুলি এবং শাড়িতে ব্যবহৃত সোনার আনুমানিক মূল্য কয়েক কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে।

শাড়ি, টিস্যু ওড়না, ৫০০ ক্যারেটের চুনির মালা, হিরে এবং ১৮ ক্যারেট সোনার ব্যবহার মিলিয়ে অনুমান করা হচ্ছে, কানের লাল গালিচায় ঐশ্বর্যার সাজে মোট খরচ কয়েক শো' কোটি টাকার কাছাকাছি।

এ যেন শুধুই ফ্যাশন নয়, বরং ভারতীয় ঐতিহ্য আর বিলাসবহুলতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। বিশ্বদরবারে ভারতের সংস্কৃতিকে গ্ল্যামার ও গর্বের সঙ্গে তুলে ধরলেন 'মিস ওয়ার্ল্ড' খেতাবজয়ী এই অভিনেত্রী।

কলকাতায় এলেই মনে হয় মায়ের বাড়ি এলাম: কাজল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আগামী ২৭ জুন মুক্তি পেতে চলেছে কাজল অভিনত বলিউড সিনেমা 'মা'। এখন সিনেমার প্রচার-প্রচারণা নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। এর অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার কলকাতায় গিয়ে হাজির হলেন কাজল। সেই সঙ্গে কলকাতা দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে দিলেন পূজা। এসময় অভিনেত্রীকে একঝলক দেখতে ভিড় জমায় ভক্তরা।

পূজা দিয়ে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন অভিনেত্রী। বলেন, 'কলকাতায় আসা তার কাছে মায়ের কাছেই আসা। যখনই কলকাতায় আসি মনে হয় মা-বাবার বাড়ি এলাম। ছবির প্রচার শুরু করার আগে আমার মনে হয়, যাই মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আসি। তাই আমি মায়ের আশীর্বাদ নিতে এসেছি। মায়ের থেকে আশীর্বাদের ফুল পেয়েছি। আমি খুবই খুশি।'

এসময় 'মা' সিনেমা নিয়েও কথা বলেন কাজ। তার ভাষ্য, 'এই সিনেমায় আমি যে চরিত্রে অভিনয় করেছি, এটা আমার জীবনে অভিনয় করা সবচেয়ে শক্তিশালী একটা চরিত্রে মধ্যে একটি হয়ে থাকবে। এটা একটা মাইথোলজিক্যাল হরর সিনেমা। আমি নিশ্চিত যে এটা সকলকে চমকে দেবে।'

বিশাল ফুরিয়ার পরিচালনায় 'মা' সিনেমার প্রধান নারী চরিত্রে রয়েছেন কাজল। অজয় দেবগণ ও জ্যোতি দেশপান্ডের প্রযোজনায় আসছে সিনেমাটি। ভালো এবং মন্দের মধ্যে চিরন্তন যুদ্ধকে অন্বেষণ করে এই সিনেমা। রয়েছে সাসপেন্স, অ্যাকশন।

কাজাল ছাড়া এতে আরও অভিনয় করেছেন পশ্চিমবঙ্গের অভিনেতা ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, রনিত রায়, জিতিন গুলাটি, গোলাপ সিংসহ অনেকে।

লাল গালিচায় হাটলেন জাহ্নবী, সবাই দেখলেন শ্রীদেবীকে!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

শিরোনাম পড়ে ভড়কে যেতে পারেন। মনে হতে পারে মৃত মানুষ কিভাবে কানের লাল গালিচায় ফিরে এলেন। কিন্তু এলেন। মানুষের ভালোবাসায় যারা বাঁচেন, তাদের ইহলোক থেকে প্রস্থান হয় মাত্র। কিন্তু নানাভাবে তারা মানুষের মাঝে ফেরেন, ছায়ায় কিংবা মায়ায়। বিশ্ব সিনেমার অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ উৎসব কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তার প্রমাণ যেনো আবারও পাওয়া গেল। মৃত বলিউড অভিনেত্রী শ্রীদেবী যেনো আবার ফিরলেন, মানুষ মনে করল তাকে। সেটা তার কন্যা জাহ্নবী কাপুরের মাধ্যমেই।

এবার ৭৮ তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে জাহ্নবী কাপুর প্রথমবারের মতো পা রাখলেন। নিজের অভিনীত সিনেমা 'হোমবাউন্ড'-এর প্রিমিয়ারে রেড কার্পেটে হেঁটে তিনি যেন একেবারে গ্ল্যামার দেবীর আবির্ভাব ঘটালেন তিনি। জাহ্নবী সেই সন্ধ্যায় পরেছিলেন ফ্যাশন ডিজাইনার তারুণ তাহিলিয়ানি-র ডিজাইন করা এক বিশেষভাবে তৈরি পাউডার পিং (হালকা গোলাপি) রঙের করসেট ও স্কার্টের গাউন। এই পোশাকে তিনি রীতিমতো সকলের দৃষ্টি কাড়েন।

তার এই চমকপ্রদ রূপসজ্জার নেপথ্যে ছিলেন তার কাজিন ফ্যাশন স্টাইলিস্ট রিয়া কাপুর। তার লুকটিতে ছিল এক ধরনের ভাসমান ভাসা সৌন্দর্য যা শ্রীদেবীর শৈল্পিক রুচির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

জাহ্নবীর সাজের সবচেয়ে মন ছুঁয়ে যাওয়া বিষয় ছিল মাথার উপরে পাতলা ড্রেপ জড়িয়ে নিজের পোশাকে ভারতীয় ঐতিহ্যের ছোঁয়া। সঙ্গে ছিল মুক্তার অলংকার, যা পুরো লুককে দিয়েছে এক রাজকীয় আভিজাত্য।

তার এই ছবিগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই ভক্তদের ভালোবাসায় ভরে যায় কমেন্ট বক্স। একজন লিখেছেন, "শ্রীদেবীর ঝলক দেখা যায় জনভির মধ্যে", আরেকজন বলেন, "জাহ্নবী যেন কানের মঞ্চে মা শ্রীদেবীকে শ্রদ্ধা জানালেন'।

লাল গালিচায় জাহ্নবীর সঙ্গে ছিলেন ইশান খট্টর, কারণ জোহর, বিশাল জেঠওয়া এবং নীরজ ঘেওয়ান।

গুজরাটকে বিদায় করে কোয়ালিফায়ারে মুম্বাই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) চলতি আসরের এলিমিনেটর ম্যাচে গুজরাট টাইটান্সকে ২০ রানে হারিয়ে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারের টিকিট নিশ্চিত করেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস। টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স।

নির্ধারিত ২০ ওভারে তারা তোলে ৫ উইকেট হারিয়ে ২২৮ রানের বিশাল স্কোর। দারুণ খেলেছেন রোহিত শর্মা। কয়েকবার জীবন পেয়ে তিনি ৫০ বলে ৮১ রানের ইনিংস খেলেন, যেখানে ছিল ৯টি চার আর ৪টি ছক্কা। আরেক ওপেনার জনি বেয়ারস্টো ২২ বলে ৪৭ রান করেন, তিনি মারেন ৪টি চার ও ৩টি ছক্কা।
মাঝের দিকে সূর্যকুমার যাদব ৩৩, তিলক বার্মা ২৫ এবং হার্দিক পান্ডিয়া অপরাজিত ২২ রান করেন। নমন ধীর করেন ৯ রান। গুজরাটের হয়ে প্রসিধ কৃষ্ণা ও সাই কিশোর ২টি করে উইকেট নেন। মহম্মদ সিরাজ নেন ১টি উইকেট।
জবাবে ব্যাট করতে নেমে গুজরাট টাইটানস শুরুতেই বিপদে পড়ে। অধিনায়ক শুভমন গিল ২ বলে মাত্র ১ রান করে আউট হয়ে যান। সাই সুদর্শন একা লড়াই চালিয়ে যান। তিনি ৪৯ বলে ৮০ রান করেন, যেখানে ছিল ১০টি চার আর ১টি ছক্কা। ওয়াশিংটন সুন্দর খেলেন ৪৮ রানের দারুণ ইনিংস। এছাড়া কুশল মেন্ডিস ২০, রাদারফোর্ড ২৪ ও শাহরুখ খান ১৩ রান করেন। রাহুল তেওয়াটিয়া অপরাজিত থাকেন ১৬ রানে।
শেষপর্যন্ত গুজরাট ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ২০৮ রানে থেমে যায়। ফলে ২০ রানে জিতে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারের টিকিট কেটে নেয় মুম্বাই।
মুম্বাইয়ের হয়ে সবচেয়ে সফল ছিলেন ট্রেন্ট বোল্ট। তিনি ৪ ওভারে ৫৬ রান দিয়ে ২টি উইকেট নেন। বুমরাহ ৪ ওভারে মাত্র ২৭ রান দিয়ে নেন ১টি উইকেট। এছাড়া রিচার্ড গ্লিসন, মিচেল স্যান্টনার ও অশ্বিনী কুমার ১টি করে উইকেট নেন। হার্দিক পান্ডিয়া ও নমন ধীর কোনো উইকেট পাননি।
এই জয়ে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে উঠল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। সেখানে তারা মুখোমুখি হবে পঞ্জাব কিংসের। আর গুজরাট টাইটানসের আইপিএল অভিযান এখানেই শেষ।

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে থাকছে বিশেষ 'ট্রান্সফার উইন্ডো'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আসন্ন ক্লাব বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে ব্যতিক্রমধর্মী এক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। ১৪ জুন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হতে যাওয়া এই প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে চালু করা হচ্ছে একটি বিশেষ ট্রান্সফার উইন্ডো, যা ১ জুন থেকে ১০ জুন পর্যন্ত খোলা থাকবে।
ফিফার এই উদ্যোগের সঙ্গে একমত হয়েছে ২০টি সদস্য দেশ, যাদের ক্লাবগুলোই এবারের ৩২ দলবিশিষ্ট ক্লাব বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে। এই বিশেষ ট্রান্সফার উইন্ডোর আওতায় ক্লাবগুলো নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নতুন খেলোয়াড় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে, যাতে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই দল গোছানোর সর্বোচ্চ সুযোগ পায় অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলো।
ফিফা জানিয়েছে, এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হলো টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলোর নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সময়সীমা এবং ঘরোয়া মৌসুমের সময়সূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। বিশেষ করে যেসব খেলোয়াড়ের চুক্তির মেয়াদ এই সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করাও এই ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য।
বিশেষ এই ট্রান্সফার উইন্ডো কেবল অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলোর জন্য নয়, বরং সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ঘরোয়া লিগের সব ক্লাবের জন্যই প্রযোজ্য হবে।
তালিকাভুক্ত ২০টি দেশ হলো: আর্জেন্টিনা, অস্ট্রিয়া, ব্রাজিল, মিশর, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মেক্সিকো, মরক্কো, নিউজিল্যান্ড, পর্তুগাল, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, তিউনিসিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং যুক্তরাষ্ট্র।
উল্লেখযোগ্যভাবে, এই বিশেষ উইন্ডো ১০ জুন বন্ধ হলেও, ক্লাব বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব শেষে আরও একটি সীমিত সময়ের 'ইন-কম্পিটিশন উইন্ডো' চালু করা হবে। ২৭ জুন থেকে ৩ জুলাইয়ের মধ্যে ক্লাবগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন খেলোয়াড় দলে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

হ্যান্সি ফ্লিকের সঙ্গে বার্সেলোনার চুক্তি নবায়ন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দারুণ এক মৌসুমের পর বার্সেলোনার সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ালেন জার্মান কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। ক্লাবটি নিশ্চিত করেছে, ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত ফ্লিক থাকছেন তাদের ডাগআউটে। মানে আরও দুই বছরের জন্য কাতালান ক্লাবটির দায়িত্বে থাকছেন তিনি।
২০২৩ সালে জার্মান জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর বার্সায় পা রাখেন ফ্লিক। গত বছর জাভি হার্নান্দেজের বিদায়ের পর বার্সার প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ পান তিনি। আর প্রথম মৌসুমেই বার্সেলোনাকে এনে দেন লা লিগা, কোপা দেল রে ও স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপা।
বিশেষ করে স্প্যানিশ ক্লাসিকোয় ফ্লিকের অধীনে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছে বার্সা। চলতি মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে চারটি ম্যাচেই জয় পেয়েছে তারা। কোপা দেল রে ফাইনালেও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে শিরোপা ঘরে তোলে দলটি।
বার্সেলোনার দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'হ্যান্সি ফ্লিক তার প্রথম

মৌসুমেই বার্সেলোনা সমর্থকদের আশার আলো দেখিয়েছেন। দলকে বিশ্বাসের জায়গায় নিয়ে গেছেন, অসাধারণ কিছু প্রত্যাবর্তনের সাক্ষী করেছেন এবং শিরোপা এনে দিয়েছেন। তার অধীনে বার্সা আবার ইউরোপের বড় হুমকিতে পরিণত হয়েছে।'
৫৪ ম্যাচে ৪৩ জয় তুলে নিয়েছেন ফ্লিক, জয়ের হার ৭৩ শতাংশ, যা লুইস এনরিকের পর অভিষেক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি।
অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে চলতি মৌসুম শেষ করেছে বার্সেলোনা। সেই ম্যাচের পরই চুক্তি নবায়নের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার কথা থাকলেও, তার আগেই ক্লাবটি নিশ্চিত করেছে এই খবরটি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR